যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৩৫৪

১/ বিবিধ

আরবী

خلق الله تعالى آدم من طين الجابية، وعجنه بماء الجنة
منكر

أخرجه ابن عدي في " الكامل " (8 / 1) وعنه الحافظ ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (2 / 119) وكذا الضياء في " المجموع " (60 / 2) عن هشام بن عمار: أخبرنا الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعا
وهذا سند ضعيف جدا، إسماعيل بن رافع قال الدارقطني وغيره: متروك الحديث
وقال ابن عدي: أحاديثه كلها مما فيه نظر، ثم ساق له هذا الحديث، ومن طريقه أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (1 / 190) ، وقال: لا يصح، إسماعيل ضعفه يحيى وأحمد، والوليد يدلس
وتعقبه السيوطي في " اللآليء " بقوله: قلت: إسماعيل روى له الترمذي، ونقل عن البخاري أنه قال: هو ثقة مقارب الحديث
قلت: وهذا تعقب لا طائل تحته، لأن الرجل قد يكون في نفسه ثقة، ولكنه سيء الحفظ، وقد يسوء حفظه جدا حتى يكثر الخطأ في حديثه فيسقط الاحتجاج به، وإسماعيل من هذا القبيل فقد قال فيه ابن حبان: كان رجلا صالحا إلا أنه كان يقلب الأخبار حتى صار الغالب على حديثه المناكير التي يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها
ولهذا تركه جماعة وضعفه آخرون، والبخاري كأنه خفي عليه أمره، والجرح المفسر مقدم على التعديل، كما هو معلوم، ولهذا قال ابن أبي حاتم في " العلل " (2 / 297)

عن أبيه: هذا حديث منكر

বাংলা

৩৫৪। আল্লাহ তা’আলা আদমকে জাবীয়া নামক স্থানের মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে জান্নাতের পানি দিয়ে মুদিত করেছেন।

হাদীসটি মুনকার।

এটি ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে (৮/১) এবং তার থেকে হাফিয ইবনু আসাকির “তারীখু দেমাস্ক” গ্রন্থে (২/১১৯) ও যিয়া "আল-মাজমূ" গ্রন্থে (২/৬০) হিশাম ইবনু আম্মার হতে, তিনি ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম হতে, তিনি ইসমাইল ইবনু রাফে’ হতে ... বর্ণনা করেছেন। এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল।

এ ইসমাঈল ইবনু রাফে সম্পর্কে দারাকুতনী ও অন্যরা বলেছেনঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস। ইবনু আদী বলেছেনঃ তার সকল হাদীসে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। অতঃপর তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তার সূত্র হতে ইবনুল জাওয়ী “আল-মাওযু"আত” গ্রন্থে (১/১৯০) উল্লেখ করে বলেছেনঃ এটি সহীহ নয়। ইসমাঈলকে ইয়াহইয়া ও আহমাদ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন আর ওয়ালীদ তাদলীস করতেন।

সুয়ূতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে তার সমালোচনা করে বলেছেনঃ এ ইসমাঈলের হাদীস ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বুখারীর উদ্ধৃতিতে বলেছেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্য, মুকারেবুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সমালোচনা সঠিক নয়। কারণ কোন ব্যক্তি নিজে নির্ভরযোগ্য হয়েও তার মুখস্থ বিদ্যায় তিনি খারাপ হতে পারেন। কখনও কখনও তার হেফয শক্তি নিতান্তই খারাপ হতে পারে। যার কারণে তার হাদীসে বেশী ভুলও সংঘটিত হয়। ফলে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না, এ ইসমাঈল এ পর্যায় ভূক্তই। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেনঃ তিনি ব্যক্তি হিসাবে সৎ ছিলেন। কিন্তু তিনি হাদীসগুলোকে উলট পালট করে ফেলতেন। ফলে তার অধিকাংশ হাদীস মুনকারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, এজন্য ভাবা হত তিনি এটা ইচ্ছাকৃতই করতেন। এজন্যই তাকে একদল কিছু না বলে ছেড়ে দিয়েছেন আর অন্যরা তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। হতে পারে বুখারীর নিকট তার বিষয়টি অস্পষ্ট ছিল। নির্দোষীতার আগে ব্যাখ্যাকৃত দোষারোপ অগ্রাধিকার পাবে, এর ভিত্তিতে তিনি গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি নন। এ কারণেই ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে (২/২৯৭) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেনঃ এ হাদীসটি মুনকার।

হাদিসের মান: মুনকার (সহীহ হাদীসের বিপরীত) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=67939

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন